সুনান আদ-দারেমী (হাদিসবিডি)

হাদিস নাম্বারঃ ৩০০৬

২১. উত্তরাধিকার অধ্যায় (كتاب الفرائض)

পরিচ্ছেদঃ ২৪. লি’আনকারীণী স্ত্রী’র পুত্রের মীরাছ সম্পর্কে

باب فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

আরবী

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ النُّعْمَانِ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِمَنْ هُوَ قَالَ جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنْ الْبَلَاءِ وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَقَالَ مَكْحُولٌ فَإِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ وَتَرَكَتْ ابْنَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ لِأَنَّهُ كَانَ لِأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ وَكَانَ لِأَبِيهَا السُّدُسُ مِنْ ابْنِ ابْنَتِهِ وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الْأُمِّ وَإِنَّمَا وَرِثَ الْإِخْوَةُ مِنْ الْأُمِّ أُمَّهُمْ وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الْأُمِّ وَهُوَ يُحْرِزُهُ الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ

বাংলা

৩০০৬. মাকহূল (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, লি’আনকারীণী স্ত্রীলোকের সন্তানের উত্তরাধিকারী কে? তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাতাকে নির্ধারণ করেছেন, কেননা, তার মাতা তার জন্য কষ্ট করেছে; আর তার বৈপিত্রেয় ভাইদেরকেও। মাকহুল আরো বলেন, আর যদি মাতা তার ছেলেকে রেখে মৃত্যুবরণ করে এবং তারপর তার ছেলেও মৃত্যুবরণ করে যার জন্য তাকে (মাতাকে) ওয়ারিস নির্ধারণ করা হয়েছিল, তবে তার বৈপিত্রেয় ভাইগণ সকল সম্পদের মালিক হবে। কারণ, সে ছিল তাদের (বৈপিত্রেয় ভাইদের) এবং নানার (নিকটতর)। আর তার মায়ের পিতা তথা নানা তার মেয়ের ছেলের সম্পদে এক ষষ্ঠাংশ পাবে। নানার জন্য এ স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও ওয়ারিছ হয় না। কেননা, তিনি তো মাতার পিতা (নানা)। আর বৈপিত্রেয় ভাইগণ তো কেবল তাদের মাতার ওয়ারিস হয়। এবং নানা তার মেয়ের ওয়ারিস হয়, কেননা, তাকে (নানাকেও) নির্ধারিত অংশ দেওয়া হয় তার মেয়ের জন্য। ফলে ছেলের সম্পদ যা মায়ের উত্তরাধিকার, নানা ব্যতীত অন্য কোন উত্তরাধিকার না থাকলে তা কেবল নানার অধিকারে থাকবে।[1]

ফুটনোট

[1] তাহক্বীক্ব: এর সনদ মাকহুল পর্যন্ত সহীহ।

তাখরীজ: অতি সংক্ষিপ্ত আকারে ইবনু আবী শাইবা ১১/৩৩৫ নং ১১৩৬৪; আবূ দাউদ ২৯০৭; বাইহাকী, ফারাইয ৬/২৫৯ সহীহ সনদে।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিসবিডি বর্ণনাকারীঃ মাকহূল (রহঃ)
Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=83291

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন